Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 11th May. 1960 { ৫০শ সংখ্যা

মারফত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

স্বাধীন অসভ্য ভারতবর্ষ

যখন প্রাচীন হিন্দুগণ এত সভ্য না হইয়াও স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, সেই সময়ের একটি কাহিনী এক ৯৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের নিকট প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শুনিয়াছিলাম। আমাদের নব-লব্ধ স্বাধীনতার সহিত তাহা পাঠকগণকে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম তাই প্রকাশ করিতেছি।

বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এক ক্ষুদ্র রাজ্য রাজপুত রাজার শাসনাধীনে ছিল। রাজা ছিলেন ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল।

একদিন অন্য রাজ্যের অধিপতি ভারতবর্ষের রাজপুত রাজাদের মধ্যে একতার অভাব শুনিয়া এই দেশ অধিকার করিবার সুযোগ বুঝিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য। সে দেশের অধিপতি জানিতেন যে রাজপুত রাজারা শত্রুর দূতকেও অবধ্য বলিয়া মনে করে। অতিথি সেবায় তাঁহারা অতুলনীয়। বিদেশী রাজার দূত তাঁহার পরিচয় পত্র দিয়া রাজপুত রাজের সহিত সাক্ষাত করা মাত্র রাজা পুরোহিত ডাকাইয়া দেবতা-পূজার মত পাদ্য-অর্ঘ্য ইত্যাদি সহ দূতের অর্চ্চনা করিলেন। হিন্দুগণ জানিতেন—

চণ্ডালো ব্রাহ্মণো বাপি
যো নার্চ্চয়তি চাতিথিং।
ন মুখং তস্য পশ্যন্তি
নরকে পতিতাঃ অপি॥

অর্থ—চণ্ডালই হউক বা ব্রাহ্মণই হউন, যিনি অতিথির অর্চ্চনা না করে, নরকে পতিত নারকীরাও তাহার মুখ দর্শন করে না। অতিথি-দূত রাজধানীতে সম্মানিত হইয়া বিনা বাধায় ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

এ রাজ্যের কাহারও ঘরে তালা কুলুপ দিবার ব্যবস্থা নাই। ইহাতে তিনি অনুমান করিলেন—এ দেশে কি চোর নাই? দূত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! আপনার রাজ্যে কি কুলুপ চাবি ব্যবহার হয় না? রাজা কুলুপ কি তাই জানেন না। দূত তাঁহার তোরঙ্গের তালা তাঁহাকে দেখাইতে তিনি বলিলেন কুঞ্চিকা? এখানে এর ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। যেখানে লোক পরের দ্রব্যে লোভ করে এবং তাহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে সেই সব স্থানে কুঞ্চিকা (চাবি) দরকার হয়।

দূত শুনিয়া অবাক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন আমি এমন এক চোরের রাজ্যের লোক যে তোমার সমস্ত রাজ্যটাই আত্মসাৎ করিবার সন্ধান করিতে আসিয়াছি।

দূত একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রতিদিন অতি অল্পক্ষণের জন্য রাজসভায় অধিবেশন হইতে দেখি—কই মামলা মোকদ্দমা কি অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার হইতে দেখি না। রাজা বলিলেন—মতান্তর বা মনান্তর না হইলে বিবাদ হয় না, অভিযোগও হয় না।

রাজা এই কথা বলিবামাত্র দুইজন লোক রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। একজন বলিল—ধর্ম্মাবতার আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। অপর জন বলিল—মহারাজ আমার প্রাণ রক্ষা করুন। রাজা প্রথম ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য বলার নির্দ্দেশ দেওয়ায় সে বলিল—আমি ওর কাছে উপযুক্ত মূল্য নিয়ে একখানি জমি বিক্রয় করেছি। ও আজ এক গামলা সোনার মোহর নিয়ে আমার বাড়ীতে রেখে বলে—এ সব তোমার তুমি এগুলি গ্রহণ কর। আমি ওর দেওয়া মোহর কেন নিব মহারাজ।

অপর ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য বলিতে বলায় সে বলিল—ধর্ম্মাবতার আমি টাকা দিয়া জমি কিনে আবাদ করার জন্য খুঁড়তে খুঁড়তে এই গামলা পাই, দেখি মোহরে ভর্ত্তি ওর পূর্ব্বপুরুষ এগুলি রেখেছিলেন। ও তা জানে না অভাবে পড়ে আমার কাছে এই জমি বিক্রী করে। এত টাকা থাকতে ও জমি বেচেছে অভাবে। আমি এইগুলি পেয়ে ওকে দিতে গেলাম ওর বাড়ীতে, ও আমাকে ওই মারে তো ওই মারে। ওর স্ত্রী আমার সাক্ষী।

অপর ব্যক্তি জবাব দিল—ধর্ম্মাবতার আমি যখন জমি বেচেছি তখন জমিতে যা আছে সব ওর। আমি নিয়ে কি নরকস্থ হব?

মহারাজ উভয়ের অভিযোগ শুনিয়া মোহরসহ গামলাটি রাজকোষে রাখিবার আদেশ দিয়া উভয় পক্ষকে পনর দিন পর আসিয়া মামলার রায় শুনিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

দূত এই সব শুনিয়া মনে মনে বলিলেন—মোহর যখন রাজকোষে ঢুকিল তখন আজও ঢুকিল কালও ঢুকিল। পনর দিন সময় দেওয়া হইল বিচারের। মোহরগুলি উভয়ের কেহ দাবি করে না। এ তো সহজ বিচার—সরকার সব বাজেয়াপ্ত করিবেন। এই যে পনর দিন সময় দিলেন আমাকে বুজরুক দেখাবার জন্য! দূত ভাবিতেছে পনর দিন শেষ হলেই রাজার সব কস্মত বাহির হইবে। আমি যে রায় অনুমান করিলাম, তাই হবে তাই হবে।

সেকালে রাজা বাদশারা প্রমাণ প্রয়োগ উকীল মোক্তার বিশ্বাস করিতেন না। ছদ্মবেশে ঘটনার সত্য তথ্য বাহিরে অবগত হইয়া সুবিচার করিতেন। এ রাজা পনর দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া সুবিচার করার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন।

দিনের দিন উভয় পক্ষ হাজির হইল রায় শুনিবার জন্য। পক্ষদের চেয়ে উৎকণ্ঠিত ঐ বিদেশী দূত। তাঁর বিচার ছাড়া অন্য বিচার কি হইবে!

রাজা উভয় পক্ষকে ডাকাইলেন। উভয়ে জোড় হস্তে দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন—তোমরা উভয়েই রাজপুত। এক গোত্রীয় নও। প্রথম পক্ষের এক পুত্র ছাড়া অন্য কোন সন্তান নাই। প্রতি পক্ষের একমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই। রাজার আদেশ প্রথম পক্ষের পুত্রের সহিত দ্বিতীয় পক্ষের কন্যার বিবাহ দিয়া এই মোহরগুলি নব দম্পতিকে উপহার দিয়া রাজাদেশ পালন করিতে হইবে। বিদেশী দূত রায় শুনিবামাত্র রাজার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন এ বিচার স্বয়ং জগদীশ্বর করিয়া রাখিয়া আজ মহারাজার

মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন। মহারাজ আমার ছেলে মেয়ে কেউ নাই। আমি আজ হতে মহারাজের সেবক হইয়া থাকিব। আর চোরের রাজ্যে ফিরিব না।

রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বৈশাখের ২৫শে তারিখে। অতুলনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ। যেমন

"গগনং গগনাকারং
সাগরং সাগরোপমঃ।"

অর্থাৎ আকাশ আকাশের মত এবং সমুদ্র সমুদ্রের মত। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে। তাঁহার জন্মোৎসব সেই দিনেই প্রতিপালিত হয়! কিন্তু বর্ত্তমানে স্বর্গত মহাপুরুষদের জন্মতিথি বা জন্ম তারিখ একদিনে হইলেও সভা সমিতিতে সভাপতির মত সভাপতি একদিনে সব সভায় আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন না আবার আজকাল সভাপতি ছাড়া আর একজনকে সম্মানিত করার রেওয়াজ হওয়ায় আর একজন প্রধান অতিথি বরণ করা হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির উপস্থিতির সুযোগের জন্য জন্মদিন হইতে সুরু করিয়া বহুদিন এই অনুষ্ঠান চালাইতে হয়।

জন্মদিনের জাতক যিনি তিনি যদি পরলোক প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার জন্ম জয়ন্তী স্থানে স্থানে বহুদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। শুধু বাংলায় নয়, ভারতে এমন কি ভারতের বাহিরেও কবিগুরুর জন্মদিন প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা জলেই হইয়া থাকে, রবীন্দ্র পূজায় নৈবেদ্যাদি রবীন্দ্র রচনা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। আজকাল সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান সমূহে চাঁদা আদায়ের ও কাণ্ড খোলার আয়োজন দেখিয়া ভয় হয়। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠাঙ্গুলির যোগ্য নন এমন লোকের জন্মদিনে হোশ ও আমোদের (খোশা-মোদের) জন্য লক্ষ টাকার উপঢৌকনের ব্যবস্থা করা হয়। বনবাসী রামচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেব মহারাজা দশরথের শ্রাদ্ধ পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষির ব্যবস্থামত নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া বনের তিল, বনের কুল ইত্যাদি দ্রব্য সংযোগে শ্রাদ্ধের পিণ্ডদান করিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়াছিলেন।

পিণ্ডদান মন্ত্র—

ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ
প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্
তদন্নাঃ পিতৃ দেবতা।

যা আমরা খাই, মহারাজ তুমি তাই খাও। পুরুষ যে অন্নে থাকে, তার পিতৃলোক ও দেবতা তাই প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। এই নিরন্নের দেশে চাঁদা আদায় ক'রে ঘটা ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করা পাপ।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

যে সকল ব্যক্তি পাব্লিক ক্যারিয়ার এর পারমিটের জন্য এবং সেই সঙ্গে ষ্টেজ ক্যারেজ ও পাব্লিক ক্যারিয়ার পারমিট রিনিউ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের অফিসের নোটিস বোর্ডে এবং সেইসঙ্গে জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা অফিসারদের নোটিস বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন আবেদন থাকলে তাহা নোটিস প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কান্দী-ইন্দ্রানী ভায়া কুলি রুটের পারমিটধারী শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় শঙ্খঘাট পর্য্যন্ত ঐ বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কোন আবেদন থাকিলে তাহা ঐ নোটিস প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনগুলি বিবেচনার দিন, সময় ও স্থান যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ১২টি অটো রিক্সার জন্য ১২টি স্থায়ী কনট্রাক্ট ক্যারেজ রুটের পারমিটের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের অফিস হইতে উহা পাওয়া যাইবে) দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপরোক্ত কনট্রাক্ট ক্যারেজ রুটের পারমিটের জন্য দরখাস্ত প্রেরণের শেষ তারিখ ১৯৬০ সালের ২৮শে মে।

স্বাঃ- পি, কে, দে, মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের সেক্রেটারি।

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে সিভিল, মেক্যানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং এর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তকারীর সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতা স্কুল ফাইনালে পাশ বা তাহার সমান পরীক্ষা পাশ। বয়স গত ১লা জানুয়ারীতে ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের হইতে হইবে (তপশীলভুক্তদের পক্ষে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত)। ইনষ্টিটিউটের অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে প্রস্পেক্টাসে লিখিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্ত লিখিতে হইবে। নগদ ৫০ নয়া পয়সা জমা দিলে অফিস হইতে ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে। প্রিন্সিপ্যালের নামে ৫০ নয়া পয়সা মনিঅর্ডার কিংবা ক্রসড পোষ্টাল অর্ডারের সহিত ২৫ নয়া পয়সার ষ্ট্যাম্পযুক্ত দরখাস্তকারীর ঠিকানা সম্বলিত ৯"×৪" সাইজের খাম পাঠাইলেও ইহা ডাকে পাঠান হয়। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ আগামী ৬ই জুন।

জুন মাসের শেষের দিকে নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগকে ইংলিশ কম্পোজিসন, জেনারেল নলেজ, ড্রয়িং ও ম্যাথামেটিকস্ (স্কুল ফাইনাল ষ্টাণ্ডার্ড) পরীক্ষায় বসিতে হইবে।

ভর্ত্তির দরখাস্ত ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যালের নামে পোঃ "কাশিমবাজার রাজ" ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে যাহারা গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসিয়াছে তাহারাও দরখাস্ত দিতে পারিবে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।